মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

(২০০৯-২০১২)

- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।
- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ঢাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
- তারও আগে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধকরণ। ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে তাঁর প্রত্যয়-দীপ্ত ঘোষণা "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ মার্চ ২০১২ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তনে আয়োজিত গণমিছিলে প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন।

- জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ। বহু ত্যাগের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয় অর্জন।
- মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকায় উন্নীত। ১ লক্ষ ৫০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানী হিসাবে বছরে ৩৬০ কোটি টাকা প্রদান।
- শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ভাতা ও চিকিৎসা ব্যয় প্রদান।

- মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়ন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আয় বর্ধক কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সকল জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ। ৪০টি জেলায় ভবন নির্মাণের কাজ শুরু।
- মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে ঢাকার পোস্তগোলায় ১টি, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ২টি ও নাসিরাবাদে ১টি বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ২ হাজার ৯৭১টি পাকা বাসস্থান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত আবাসনের জন্য মিরপুরে মুক্তিযোদ্ধা পল্লী নির্মাণাধীন।
- যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সমস্যা নিরসন ও আর্থিক সহায়তার জন্য ঢাকার গজনবী সড়কে ৮৪টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বহুতল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণাধীন।
- মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর) প্রদান।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে প্রদত্ত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর) পদক তাঁর পুত্রবধূ ভারতের কংগ্রেস পার্টির সভানেত্রী শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী ২৫ জুলাই ২০১১ তারিখ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার এ স্মারক প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন।

- বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯ জন সম্মানিত বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান এবং ১৮৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ৮টি প্রতিষ্ঠান, ভারতের জনগণ ও মিত্র বাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান।

- ২৫ জুলাই ২০১১-এ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (মরণোত্তর), ২৭ মার্চ ২০১২-এ ৭৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, ৬টি প্রতিষ্ঠান, ভারতের জনগণ ও মিত্র বাহিনী, ২০ অক্টোবর ২০১২-এ ৬১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০১২-এ ৬১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান। সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে আছেন ভারত, নেপাল, ভূটান, রাশিয়া, তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালী, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ব্রিটেনের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।

- সৌদি প্রিন্স আলওয়ালিদ বিন তালাল বিন আবদুল আজিজ আল সৌদকে ১০ জুন ২০১২-এ বাংলাদেশ মৈত্রী পদক প্রদান।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল মুক্তিযোদ্ধাদের মেধাবী সন্তানদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রদান।
- মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন-কাফনের জন্য প্রতি জেলায় অর্থ বরাদ্দ। বছরে ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়।
- মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা ও নাতী-নাতনীদের সরকারী চাকুরীতে ৩০ শতাংশ কোটা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ।
- মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকুরী হতে অবসরের বয়স ৬০ বছরে উন্নীতকরণ।
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি।
- মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণের স্থানে মুজিবনগর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।
- মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত সম্মুখসমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণে ৯টি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। ৪টি নির্মাণাধীন। আরও ২২টি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ।
- মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস সংরক্ষণে ঢাকার আগারগাঁওয়ে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর নির্মাণাধীন।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দান।

- ১৪২টি শহীদ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে পরিত্যক্ত বাড়ি ১৯৭২ সালের দরে হস্তান্তর।

- স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গৌরবোজ্জ্বল ঘটনাগুলো চিরভাস্বর করে রাখার লক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৫০ ফুট উচ্চতার স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণাধীন।
- ৭ হাজার ৮৩৮ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের ২৫ হাজার ৮১৬ জন সদস্য এবং ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারকে পুলিশ বাহিনীর ন্যায় রেশন সামগ্রী প্রদান।
- বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি।
- মুক্তিযোদ্ধাদের ডাটাবেজ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।

রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ মার্চ ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক এবং সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করেন। তৎকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল (অব.) জে. এফ. আর. জেকব মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা গ্রহণ করছেন।